ইউনিট ৭ মৎস্য খামার পরিকল্পনা

ইউনিট ৭ মৎস্য খামার পরিকল্পনা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পুষ্টি চাহিদা প রণ, বিপুল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন এবং অাকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে মৎস্য সম্দ্দ গুর€ত্বপ র্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোতে অতীতে মৎস্য সম্দ্দের প্রাচুর্য ছিল বিধায় মৎস্যচাষী এবং সাধারণ জনগণ আধুনিক প্রযুক্তিতে মাছ চাষের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। কিন্তু ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাছের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্ রে মাছের প্রাকৃতিক উৎপাদন ও মাছের প্রাপ্যতা দিন দিন কমছে। আমাদের দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ মাছ উৎপাদিত হ্েছ তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। মাছের বর্তমান উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মৎস্য খামার স্থাপন অতীব জর€রী। এর জন্য সফলভাবে মৎস্য খামার পরিকল্পনা অত্যন্ গুর€ত্বপ র্ণ। সঠিক খামার পরিকল্পনা মৎস্য চাষীকে ঋণ পেতে সহায়তা করে। মৎস্য খামার স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক সহজশর্তে ঋণ প্রদানের কর্মস চি গ্রহণ করছে।

এ ইউনিটে মৎস্য খামার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, আর্থিক সহযোগিতার উৎসসম হ, জনবল, যন্ পাতি ও পরিকল্পনার অন্যান্য প্রভাবকসম হ, মৎস্য খামারের আয় ও ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ এবং পণ্যের বিপণন পদ্ধতি সম্র্কে বিস্ ারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৭.১ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, আর্থিক সহযোগিতার উৎসসম হ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মৎস্য খামার স্থাপনের ও পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বলতে ও লিখতে পারবেন।
- কীভাবে একটি মৎস্য খামার পরিকল্পনা করা হয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক সহযোগিতার উৎসসম হ কী কী তা আপনি নির্দেশ করতে পারবেন।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাছ চাষ বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। দেশে প র্বে মুক্ত জলাশয় হতে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছ আরহণ করা হতো। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট কারণে মুক্ত জলাশয়ের মাছের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পা্ছে। এছাড়া দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় মাছ চাষের গুর€ত্ব আরো বেড়ে গেছে। বাংলাদেশে অসংখ্য পুকুর, ডোবা ও ছোট জলাশয় রয়েছে যেখানে মাছ চাষের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নতুন নতুন মৎস্য খামার স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক প্রচলিত কর্মস চিগুলোকে আরো গতিশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকসম হ ঋণ প্রদান পদ্ধতি সরলীকরণ করে ক্ষুদ্র মৎস্য চাষীদের সহজ শর্তে এবং ঋণ নিশ্চয়তা তহবিলের আওতায় জামানত ছাড়া তদারকী মৎস্য চাষ ঋণ প্রদানের কর্মস চি গ্রহণ করেছে। তাছাড়া বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নতুন নতুন মৎস্য খামার স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক প্রচলিত কর্মস চিগুলোকে আরো গতিশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

একটি আদর্শ মৎস্য খামার স্থাপনের উদ্দেশ্যাবলী নিরূপ

ক) মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতঃ প্রকল্প এলাকার মাছের চাহিদা প রণ করা।

খ) আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

গ) উন্নত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি/আধা নিবিড় মৎস্য চাষ পদ্ধতি প্রয়োগ করত জলাশয়ে মৎস্য চাষের প্রসার করতে সহায়তা প্রদান।

প্রকল্প পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

মৎস্য খামার স্থাপনের উদ্দেশ্য যেহেতু ব্যবসায়িক উহা স্থাপনের প র্বেই পরিকল্পনা করা আবশ্যক।

মৎস্য খামার স্থাপনের উদ্দেশ্য যেহেতু ব্যবসায়িক উহা স্থাপনের প র্বেই পরিকল্পনা করা আবশ্যক। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য প্রধানত দুটিঃ

(১) তহবিল যোগাতে আকর্ষণ সৃষ্টি করা

(২) পরিকল্পনাকারীকে ব্যবসায়ের সকল দিক ম ল্যায়নে সহায়তা করা।

সঠিক পরিকল্পনার শর্ত

- বাজারের অবস্থা যাচাই
- ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ
- শ্রমিকের পরিমাণ নির্ণয়
- পরিবহন ব্যবস্থা ম ল্যায়ন
- প্রতিযোগিতা ম ল্যায়ন

সঠিক পরিকল্পনার জন্য ঝুঁকি এবং অসুবিধাসম হ অবশ্যই গণনায় আনতে হবে।

এই সমস্ বিচার বিশে-ষণ অবশ্যই বাস্ব ভিত্তিক হতে হবে। কোন অবস্থাতেই অতি উৎসাহী হওয়া ঠিক হবে না। সঠিক পরিকল্পনার জন্য ঝুঁকি এবং অসুবিধাসম হ অবশ্যই গণনায় আনতে হবে। খামার পরিকল্পনার বিস্ ারিত বিবরণ লগ্নিকারী, ঋণদাতা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝতে সাহায্য করে যে এ খামার পরিচালনা করতে কী কী সমস্যা বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে।

ব্যবসায়িক পরিকল্পনার নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই থাকতে হবে ঃ

- পরিকল্পনাকারী কি ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনের জন্য নিজে মটিভেটেড(motivated)?
- উৎপাদন সমস্যা, ব্যয়, দ্রব্যের চাহিদা বিশে-ষণ কি বাস্ব সম্মত?

ব্যবসায়িক পরিকল্পনার মোদ্দাকথা হচ্ছে পরিকল্পনাকারীর এ ব্যাপারে জ্ঞান ও আগ্রহ তহবিল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে জানানো।

একটি আদর্শ খামার পরিকল্পনার অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন অধ্যায়ের তালিকা নিচে প্রদত্ত হলো

১। সার সংক্ষেপ

ক) ব্যবসায়ের ধরন

১. উৎপাদিত দ্রব্য

২. সম্ভাব্য বাজার

৩. প্রতিযোগিতা

খ) অর্থ সংক্রান্ত তথ্য

১. প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ
২. অর্থের প্রয়োজনের কারণ
৩. কীভাবে ব্যয়কৃত অর্থ ফেরত দেয়া হবে

২। ব্যবসায়ের বর্ণনা

ক) ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নাম
খ) উহার ভৌতিক অবস্থার বর্ণনা
গ) উৎপাদিত পণ্য এবং তার ম ল্যমান বা দর নির্ধারণ
ঘ) ঐ প্রতিষ্ঠানের ইতিকথা
ঙ) ব্যবসায়ের লক্ষ্য

৩। বাজার গবেষণা এবং পরিকল্পনা

ক) সম্ভাব্য ক্রেতা
খ) বাজার জরীপ
গ) বাজারের বিস্তৃতি
ঘ) প্রতিযোগিতার উৎসসম হ
ঙ) বিক্রয় এবং সরবরাহ
চ) বিজ্ঞাপন ও গনসংযোগ

৪। পরিচালন

ক) উৎপাদনের পদ্ধতি
খ) শ্রমিক যোগান
গ) সরবরাহকারী
ঘ) প্রয়োজনীয় যন্ত পাতি
ঙ) সম্প্রদ ও সুযোগ-সুবিধা।

৫। প্রধান ব্যক্তিবর্গ (Key people)

ক) ব্যবস্থাপক বা ব্যবস্থাপক পরিষদ
খ) শ্রমদানকারী
গ) আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী
ঘ) বহিরাগত পরামর্শদাতা বা সম্প্রসারণ কর্মী।

৬। আর্থিক কর্মস চি (Financing programme)

ক) অর্থলগ্নীর কারণ
খ) লগ্নীকৃত অর্থের পরিমাণ
গ) ঋণ পরিশোধ পরিকল্পনা

৭। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Financial plan)

ক) বাজেট
খ) আয়ের সম্ভাব্যতা ও পরিমাণ নির্ধারণ

৮। সঠিক কর্মস চি

৯। দুর্বলতা এবং ঝুঁকি।

একটি মডেল প্রকল্পের পরিকল্পনা পদ্ধতি উদাহরণসহ নিচে আলোচনা করা হলো

প্রকল্পের নাম ঃ সুস্বাদু কার্প খামার

সার সংক্ষেপ

খামারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে সার সংক্ষেপ লেখা শুর€ করতে হয়।

সম্ভাব্য অর্থলগ্নীকারী বা ঋণ প্রদানকারী সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সার সংক্ষেপ তৈরি করা হয় এবং এটা প্রকল্প প্রস্ তাবের প্রথমেই উপস্থাপন করা হয়। এই অংশ খুবই সংক্ষিপ্ত এবং শুধু মাত্র অতি প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। খামারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে সার সংক্ষেপ লেখা শুর€ করতে হয়। এরপর উৎপাদিত দ্রব্যের বর্ণনা, সম্ভাব্য ক্রেতা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিষয় উলে- খ করা হয়। সবশেষে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ, কারণ এবং কীভাবে তা পরিশোধ করা হবে তার বর্ননা থাকতে হবে।

উদাহরণ

'সুস্বাদু কার্প খামার' একটি উন্নত প্রোটিন জাতীয় খাদ্য উৎপাদনকারী খামার। এখানে দেশী-বিদেশী ৫ ধরণের কার্প মাছ উৎপাদন করা হয়। র€ই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প ও গ্রাস কার্প। উৎপাদিত মাছের সিংহভাগ আমরা স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করে থাকি তবে কিছু কিছু মাছ স্থানীয় রেষ্টুরেন্টে এবং সরাসরি খামার থেকে বিক্রয় করা হয়। বর্তমানে আমাদের প্রধান প্রতিযোগী হ"ছে প্রতিবেশী গ্রামের 'রূপালী মৎস্য খামার'।

সুস্বাদু কার্প খামারে বর্তমানে পুকুর সংস্কার, মাছের পোনা, সার, মাছের খাবার ইত্যাদি কেনার জন্য ১০০০০০/- টাকার প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষ আমাদের খামারে কম খরচে বেশি উৎপাদনে সহায়তা করবে। মালিক এবং ঋণ প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে সম্প্াদিত চুক্তি অনুযায়ী এই অর্থ পরিশোধ করা হবে।

খামারের বর্ণনা

সারসংক্ষেপে উপস্থাপিত তথ্যের বিষদ বিবরণ ও বিশে- ষণ এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রথমেই খামারের নাম বর্ণনা করা হয়। কেন এই নাম দিয়েছেন তার সম্ভাব্য কারণ ও তার সুবিধাসম হ এখানে লিখতে হবে। অবশেষে খামারের বিস্ তারিত বিবরণ দিতে হবে।

উদাহরণ

সুস্বাদু কার্প খামার একটি খাবার জাতীয় মাছ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে আমরা ৫ প্রজাতির কার্প মাছ উৎপাদন করে থাকি।

সুস্বাদু কার্প খামার একটি খাবার জাতীয় মাছ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে আমরা ৫ প্রজাতির কার্প মাছ উৎপাদন করে থাকি। আমরা নিকটস্থ সরকারি হ্যাচারি থেকে পোনা ক্রয় করি এবং আমাদের খামারে লালন পালন করি। মাছ ধরার পর সেগুলো গোটা হিসাবে বিক্রয় করা হয়। পোনা

মজুত থেকে মাছ ধরা পযর্ন্ত ৮-১২ মাস সময় লাগে। মাছ লালন পালন যখন চলতে থাকে তখন আমাদের প্রচুর সময় অবসরে কাটাতে হয় তাই অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য আমরা মাছের সাথে হাঁস-মুরগির চাষকে সমন্বিত করতে চাই। এই প্রাণী পুকুরে জৈব সার সরবরাহ করবে যার ফলে আমাদের সারের খরচ কমে যাবে। হাঁসের জন্য প্রয়োজনীয় শষ্য দানা জাতীয় খাবার পুকুরের আশে পাশে চাষ করা যেতে পারে। অথবা বাজার থেকেও ক্রয় করা যাবে। হাঁসের প্রজনন আমরা খামারেই সম্পন্ন করব যার ফলে বাহির থেকে ক্রয় ব্যয় অনেক কম রাখা সম্ভব হবে।

খামারের উপর্যুক্ত বিষয়ের বর্ণনা সম্পন্ন হলে খামারে উৎপাদিত মাছের গুনাগুণ ও দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া/পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোকপাত করতে হবে।

উদাহরণ

আমরা যেসব মাছ উৎপাদন করি সেগুলো হলো র€ই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প ও গ্রাস কার্প।

র€ই,কাতলা ও মৃগেল আমাদের প্রধান মাছ এবং কিছুটা বেশি দামে আমরা বিক্রি করে থাকি। প্রধান খাদ্য হিসাবে এসব মাছ বিক্রয় করা হয়।

খামারে যে হাঁস উৎপাদিত হবে সেগুলোও আমরা বাজারজাতকরণের উপযোগী হলে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করবো। যতক্ষন পযর্ন্ত বিক্রি অব্যাহত থাকবে ততক্ষন পযর্ন্ত দাম কমানোর কোন পরিকল্পনা করা হবে না।

এ পর্যায়ে খামারের ইতিহাস বর্ণনা করতে হবে যাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান খামারের প্রবৃদ্ধি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে। এ অংশে খামার শুর€র তারিখ, বিগত দিনে ইহার লাভজনকতা উৎপাদনের ও দামের পরিবর্তন কারণসহ এবং বাজারের গতি প্রকৃতি উলে- খ করতে হবে।

খামার বর্ণনার শেষ পর্যায়ে খামারের লক্ষ্য উলে- খ করতে হবে। লগ্নীকৃত অর্থ থেকে কী পরিমাণ লাভ এবং তা কীভাবে অর্জন করতে চান সেটা উলে- খ করতে হবে। ব্যয় কমানো, সম্ভাব্য উৎপাদন বৃদ্ধি, শ্রমের উন্নতর ব্যবহার, অধিকতর মুনাফা ও বাজারের শেয়ার ইত্যাদি বিষয় এখানে স্থান পাবে।

বাজার গবেষণা ও পরিকল্পনা

বাজার গবেষণার উদ্দেশ্য হলো খদ্দের সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারণা নেয়া এবং বাজার দখল করা। তবে আমাদের দেশে বিশেষ করে কাঁচা মালের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অপ্রয়োজনীয়। কারণ এখানে সাধারণত খামারের আশেপাশের লোকেরাই বা নিকটস্থ বাজারের খদ্দেরগণই খামারে উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করে থাকে। সে জন্য এ ক্ষেত্রে কী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে সেটাই মখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

খামার পরিকল্পনার লক্ষ্যে বাজারের বৈশিষ্ট্যসমহ উলে- খ করতে হবে।

খামার পরিকল্পনার লক্ষ্যে বাজারের বৈশিষ্ট্যসমহ উলে- খ করতে হবে। নির্ধারণ করতে হবে কী ধরনের লোক উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করবে। অর্থ্যাৎ ক্রেতা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা যাচাই করেই দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে।

কীভাবে বিক্রয় কার্য সম্পাদন করতে হবে উহাও পরিকল্পনায় উলে- খ থাকতে হবে। যেমন মাছ কি সরাসরি বিক্রয় করা হবে নাকি কোন পাইকারী বিক্রেতা বা আরতদারের কাছে বিক্রয় করা হবে। আবার কীভাবে মাছ পরিবহণ করা হবে তারও বিষদ বর্ণনা থাকতে হবে।

বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত ব্যয়েরও একটি খাতওয়ারী হিসাব পরিকল্পনায় থাকতে হবে।

পরিচালন

কীভাবে উৎপাদন কার্য সমাধা করা হবে সে সম্বন্ধে বিস্ ারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। যে সমস্ কার্যাদি এখানে অবশ্যই উলে- খ করতে হবে তা হলো-

১) পুকুর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
২) পোনা মাছ ক্রয়ের তারিখ
৩) মাছ ধরার তারিখসম হ (কতবার ধরা হবে)
৪) অভিজ্ঞ শ্রমিকের প্রাপ্যতা
৫) পোনা মাছ, যন্ পাতি এবং খাবার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অবস্থান/ দ রত্ব।
৬) হাউজিং, স্টোরেজ এবং অপারেটিং সুযোগ-সুবিধার তালিকা

খামার সুন্দর ভাবে পরিচালনা করা ও দৈনন্দিন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্ঙ্াদন করার জন্য যে সকল মানুষ জড়িত থাকবে তাদের সম্ঙ্র্কে বিস্ ারিত তথ্য পরিকল্পনায়

প্রধান ব্যক্তিবর্গ

খামার সুন্দর ভাবে পরিচালনা করা ও দৈনন্দিন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্ঙ্াদন করার জন্য যে সকল মানুষ জড়িত থাকবে তাদের সম্ঙ্র্কে বিস্ ারিত তথ্য পরিকল্পনায় লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। প্রতিটি প্রধান জনবলের জন্য একটি অনুেচ্ছদ লিখতে হবে যেখানে তাদের অভিজ্ঞতা, দায়িত্ব, শিক্ষা, পেশাগত বা ব্যক্তিগত ইেচ্ছা/অনিেচ্ছা পরিবারের বিবরণ এবং আরও অন্যান্য তথ্য যা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে খামারে নিযুক্ত জনবলের সামর্থ যাচাই করতে সহায়ক হবে।

কতসংখ্যক অনভিজ্ঞ শ্রমিক কতদিন পর পর প্রয়োজন হবে খামারের কাজ সমাধা করার জন্য তারও একটি বিবরণ থাকতে হবে।

ব্যবস্থাপক, কর্মচারী এবং শ্রমিককে প্রদেয় আর্থিক সুযোগ সুবিধাও সবিস্ ার বর্ণনা থাকতে হবে। কী পরিমাণ অর্থ প্রতিজনকে প্রতিমাসে এবং বছরে প্রদান করা হবে তা স্থানীয় মুদ্রায় লিখতে হবে।
যদি বাহির থেকে কোন পরামর্শককে ডাকা হয় তাকে প্রদেয় অর্থের পরিমাণও পরিকল্পনায় লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। অবশ্য সম্ঙ্সারণ বিভাগের কর্মীরা বিনা পারিশ্রমিকে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন।

অর্থায়ন কর্মস চিতে একজন ব্যবসায়ীকে খাত

উলে- খপ র্বক ব্যয়ের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। দ্রব্যের দাম ও পরিমাণ/সংখ্যার একটি তালিকা সরবরাহ করতে

অর্থায়ন কর্মস চি

অর্থায়ন কর্মস চিতে একজন ব্যবসায়ীকে খাত উলে- খপ র্বক ব্যয়ের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। দ্রব্যের দাম ও পরিমাণ/সংখ্যার একটি তালিকা সরবরাহ করতে হবে। দ্রব্য ক্রয় ও অন্যান্য খাতে ব্যয়ের পরিমাণ মোট খরচের সাথে যোগ করতে হবে। কোন সময় সাকুল্য অর্থ দ্রব্য ক্রয় ও সার্ভিস সুবিধা বাবদ খরচ করা উচিত নয়। সব সময় কিছু নগদ অর্থ হাতে রেখে ব্যয় সম্ঙ্াদন করতে হবে। সংরক্ষিত অর্থের পরিমাণ যথার্থতা উলে- খ প র্বক পরিকল্পনায় লিপিবদ্ধ করতে হবে।

আর্থিক পরিকল্পনা

খামারের বাজেট বিস্ ারিত ভাবে এবং পরিষ্কার ভাবে বা বোধগম্য ভাবে লিখতে হবে। এটা টেবিল আকারে লিখলেই বেশি সুন্দর এবং বুঝতে সহজ হবে। যদি সম্ভব হয় বিগত বছর এবং আগামী বছরের ব্যয়ের তালিকা সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এতে সম্ভাব্য লাভ বুঝা যাবে।

সার্বিক কর্মস চি এবং প্রধান কাজ

খামার পরিচালনা সহজ করণের জন্য সম্ভব হলে সংবাৎসরিক কর্মস চি/সময়স চি প্রনয়ন করতে হবে। মৎস্য খামারের প্রধান প্রধান কাজের মধ্যে মাছের পোনা ক্রয় এবং খামারের কৃতকার্যের জন্য সহায়ক অন্য কোন ঝুঁকিপ র্ণ দিক বা অসুবিধার কথাও উলে- খ থাকতে হবে। সময়স চি প্রনয়নের উদ্দেশ্য হেচ্ছ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো যে কাজটি স চারুরূপে ও সুপরিকল্পিতভাবে শেষ হবে।

দুর্বল দিক ও ঝুঁকি

এ ব্যবসায়ের দুর্বলদিক এবং ঝুকিসম হ পরিকল্পনায় অন্ র্ভুক্ত করা বুদ্ধিমানের কাজ। ইহা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে আবারও আস্বস্থ করবে যে আপনি এই ব্যবসাটি ভাল বুঝেন, এর সম্ভাব্য

সমস্যা সম্মন্ধে আপনি প র্বেই অবগত আছেন যার ফলে সমস্যাদি লঘুকরণের কাজ সহজ হবে। যেমন- মৎস্য খামারের দুর্বল ও ঝুঁকিপ র্ণ দিক হ েছ ঃ

ক) প্রাকৃতিক দ র্যোগের কারণে মাছের ক্ষতি

খ) তা ছাড়াও কতগুলো সাধারণ ঝুঁকি থাকে যেমন প্রতিযোগিতার হার পরিবর্তন, সরকারি নীতি ও আইনকানুন পরিবর্তন ইত্যাদি।

অনুশীলন(Activity) *ঃ ধর েন, আপনি 'মুক্তা মৎস্য খামার' নামে একটি প্রকল্প চালু করতে ই েছুক।*

উক্ত প্রকল্পের পরিকল্পনা পদ্ধতি স র্কে চি া কর েন ও তা খাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখুন (অনুর্ধ্ব ২০০ শব্দ)।

আর্থিক সহযোগিতার উৎসসম হ

বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে মৎস্য খামার স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। নিচে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম দেয়া হলো।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

কৃষির অন্যান্য শাখার পাশাপাশি মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠা/মৎস্য চাষের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে। এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। স্বল্প মেয়াদী ঋণ নিয়ে মাছ চাষ এবং মধ্যমেয়াদী বা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ নিয়ে মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসম হ ও সরকারের নির্দেশে কৃষি কাজে ও মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ঋণ প্রদান করছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংকসম হ ও সরকারের নির্দেশে কৃষি কাজে ও মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ঋণ প্রদান করছে। এ কাজে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক মৎস্য বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা নিয়োগ করেছেন।

সরকার

সরকার প্রত্যক্ষভাবে ঋণদান করে থাকে। সাধারণত দুর্ভিক্ষ, বন্যা, খরা প্রভৃতি অর্থনৈতিক দুর্যোগের সময় সরকার সরাসরি ঋণ প্রদান করে থাকে। এ ঋণকে তাকাভী ঋণ বলে।

বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ

কৃষি ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে এটি গুরত্বপ র্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে আমাদের দেশে কৃষি ঋণ সরবরাহকারী বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

এ সকল সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উলে- খযোগ্য হলো

ক) বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ব্যাংক

খ) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক

গ) প্রাথমিক সমবায় সমিতি

সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মস চি

সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মস চি এদেশের কৃষি ঋণের এক গুরত্বপ র্ণ উৎস।

গ্রামীণ ব্যাংক

এ ব্যাংক কৃষি ঋণ সরবরাহে গুর€ত্বপ র্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের প্রত্যন্ অঞ্চলের ভূমিহীন পুর€ষ ও মহিলোাদের ঋণ প্রদান করা হলো এর ম ল উদ্দেশ্য।

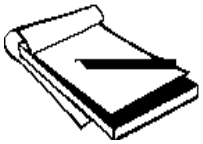

অনুশীলন (Activity) ঃ *ধর€ন, আপনি একটি মৎস্য খামার স্থাপনের জন্য আর্থিক সহযোগিতা চা᳭েছন। এর জন্য আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট কী ধরনের সহযোগিতা চাইবেন তা যুক্তি সহকারে উপস্থাপন কর€ন।*

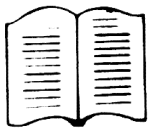

সারমর্ম ঃ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, উন্নত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগ করত জলাশয়ে মৎস্য চাষের প্রসার করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন আবশ্যক। বাজারের অবস্থা যাচাই, ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ, শ্রমিকের পরিমাণ নির্ণয়, পরিবহন ব্যবস্থা ম ল্যায়ন ও প্রতিযোগিতা ম ল্যায়ন হলো সঠিক পরিকল্পনার শর্ত। সারসংক্ষেপ, ব্যবসায়ের বর্ণনা, বাজার গবেষণা এবং পরিকল্পনা, পরিচালন, প্রধান ব্যক্তিবর্গ, আর্থিক কর্মস চি, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সঠিক কর্মস চি, দুর্বলতা ও ঝুঁকি ইত্যাদি একটি আদর্শ খামার পরিকল্পনার বিভিন্ন অধ্যায়। সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে মৎস্য খামার স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে।

পাঠোত্তর ম ল্যায়ন ৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। মৎস্য খামার পরিকল্পনা প্রধানত কেন করা হয়?

K□তহবিল সরবরাহে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য
L□ খামার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য
M□ঋণ পরিশোধ সহজ করার জন্য
N□ঋণ গ্রহণ সহজ করার জন্য

২। কোনটি পরিকল্পনার শর্ত নয়?

K□বাজারের অবস্থা
L□ ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ
M□শ্রমিকের পরিমাণ নির্ণয়
N□পুকুরের আগাছা দমন

৩। কোনটি পরিচালন কাজের অন্ ভুক্ত?

K□খামারের ভৌতিক অবস্থা
L□ বাজার জরীপ
M□দ্রব্যের ম ল্য নির্ধারণ
N□উৎপাদনের পদ্ধতি

৪। তাকাভী ঋণ কোন প্রতিষ্ঠান প্রদান করে থাকে?

K□বাংলাদেশ ব্যাংক
L□ সমবায় ব্যাংক
M□সরকার
N□গ্রামীণ ব্যাংক

পাঠ ৭.২ লোকবল, যন্ পাতি ও পরিকল্পনার অন্যান্য প্রভাবকসম হের বিবরণ

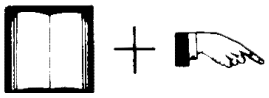

এ পাঠ শেষে আপনি –

- একটি মৎস্য খামার প্রকল্পের জন্য কত ধরনের জনবল দরকার হয় তা উলে- খ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন জনবলের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা কী তা নির্দেশ করতে পারবেন।
- প্রকল্পের কাজের জন্য কী কী যন্ পাতি দরকার হয় তার তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- প্রকল্প স্থাপন ও পরিচালনার প্রধান বিষয়সম হ কী কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- প্রকল্পের কারিগরি সম্ভাব্যতা কীভাবে যাচাই ও ব্যবস্থাপনা করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

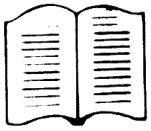

অসীম ধৈর্য্য ও মনোযোগ মৎস্য খামারের সফলতার জন্য অপরিহার্য।

প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল

মৎস্য চাষের সফলতা মাছ ও জলাশয়ের নিপুণ ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। এ জন্য চাষযোগ্য মাছের প্রয়োজনীয় বাসস্থান সম্মন্ধে জানার জন্য এবং উঁচবৃদ্ধি হার ও উঁচ বেঁচে থাকার হার অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সম্মন্ধে ব্যাপক জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। অসীম ধৈর্য্য ও মনোযোগ মৎস্য খামারের সফলতার জন্য অপরিহার্য। প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির অভাবে অনেক মৎস্য চাষ কর্মস চি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

মাছ চাষে জনবলের প্রকারভেদ

বিভিন্ন স্তরের কারিগরি কর্মীর বিষয় আলোচনার প র্বেই ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উপর বেশি জোর দেয়া বাঞ্চনীয়। অনেক সময় মৎস্য চাষে দক্ষ কারিগরির কথা বিশেষ গুরত্বের সাথে বিবেচনা করলেও ব্যবস্থাপনার যে ম খ্য ভূমিকা রয়েছে তা ভাবা হয় না। দক্ষতার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোন খামার পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা দক্ষতার প্রয়োজন আছে। এ ধরণের জনবলের প্রশিক্ষণ দু'ভাবে দেয়া যেতে পারে। যেমন যে ব্যক্তির মাছ চাষে ভাল অভিজ্ঞতা আছে তাকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। অন্যদিকে যার ভাল ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ও দক্ষতা রয়েছে তাকে মাছ চাষের উপর সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি কর্মীকে টেকনিশিয়ান, মাৎস্যবিদ, কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যেমন ফুড টেকনোলজিষ্ট, ফিশ প্যাথোলজিষ্ট; খামার প্রকৌশলী এবং মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞ/মাৎস্যবিদ ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়। মাছ চাষে সহায়ক জনবলের পাশাপাশি মাছ বিপণনের জন্য জনবল দরকার হবে। যেহেতু প্রতিটি খামারে প্রতিটি বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে না তাই এসব বিষয়ে সাধারণ সেবা ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। তবে দুটি স্তরে মৎস্যবিদ ও টেকনিশিয়ান, ব্যবস্থাপনা জনবলের পাশাপাশি নিয়োগ করা অপরিহার্য্য। এই দুটি স্তরের জনবলকে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের উপর নির্ভর করে আলাদা করা হয়।

মাৎস্যবিদ কম পক্ষে সংশি-ষ্ট বিষয়ে গ্রাজুয়েশন থাকতে হবে। যেমন- বি.এস-সি., ফিসারীজ (অনার্স) বা সমমানের ডিগ্রি। তার উঁচতর প্রশিক্ষণ দরকার কারণ তিনি মাছ চাষ কর্মস চির সকল বিষয়ে তদারকী ও অংশগ্রহণ করে থাকেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ তাকে মাছ চাষের বিভিন্নপ্রযুক্তি প্রয়োগ করতে এবং মাছ চাষে কোন সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান দিতে সহায়তা

করবে। প্রয়োজনে কোন বিশেষজ্ঞকে ডেকে আনার পরামর্শ দিতে পারবে। তবে প্রধানত নিপুণ টেকনিশিয়ানের সহায়তায় তাকে পুরো উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে হয়।

একজন টেকনিশিয়ানের প্রায়োগিক বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। টেকনিশিয়ানের প্রশিক্ষণ কোন বিশেষ বিষয়ের উপর হতে হবে। যেমন- মাছ চাষ/চিংড়ি চাষ, হ্যাচারি পরিচালন, খাবার প্রস্তুতকরণ, পুকুর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ পাতি

একটি মৎস্য খামার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য নিম্নে যন্ পাতি প্রয়োজন। যেমন -

ক) মাছ ধরার জন্য টানা জাল, ঝাকি জাল
খ) মাছ রাখা ও ওজন করার জন্য যথাক্রমে বালতি, নিক্তি।
গ) পুকুরের পানিতে কী পরিমাণ প-াঙ্কটন (Plankton) আছে তা জানার জন্য প-াঙ্কটন জাল (প্রাণিজ প□াঙ্কটন জাল ও উদ্ভিদ প□াঙ্কটন জাল)
ঘ) পুকুরের পানিতে অক্সিজেন /গ্যাস সরবরাহের জন্য এ্যারেটর
ঙ) অক্সিজেন মিটার
চ) পানি ও মাটির পরীক্ষাকরণ কীট (water and soil testing kit)
ছ) পিকআপ, পানির পি এইচ মিটার, ইত্যাদি এছাড়া দরকার একটি অণুবীক্ষণ যন্ ও রাখা যেতে পারে।

প্রকল্প স্থাপনের প্রধান বিষয়সম হ

ক) মৎস্য খামার নির্মাণের জন্য জমি
খ) জমি উন্নয়ন/পুকুর খনন/উন্নয়ন পানি বিতরণ নিষ্কাশন নালা ইত্যাদি
গ) অন্যান্য অবকাঠামো : অফিস ঘর/গার্ডশেড শুদাম ঘর ইত্যাদি
ঘ) কাঁটা তারের বেড়া
ঙ) অগভীর নলকূপ অথবা লো-লিফট পাম্প
চ) মৎস্য চাষের যন্ পাতি: জাল, পাম্প, এ্যারেটর, নিক্তি, বালতি, ট্রে ইত্যাদি।

পরিচালনার প্রধান বিষয়সম হ

ক) পানি নিস্কাশন
খ) চুন প্রয়োগ
গ) পুকুরের পাড় ও তলদেশ মেরামত
ঘ) কম্পোস্ট/ জৈব সার
ঙ) রাসায়নিক সার : ইউরিয়া, টি এস পি, পটাশ
চ) পোনা
ছ) মাছের খাবার : খৈল, গমের ভূষি, কুঁড়া, শুটকী মাছের গুড়া
জ) মাছধরা/বাজারজাতকরণ
ঝ) ঔষধ/চিকিৎসা
ঞ) জনবল
ট) আনুষাঙ্গিক (বিদ্যুৎ. জ্বালানী, মনোহরী দ্রব্যাদি)

প্রকল্পের কারিগরি সম্ভব্যতা যাচাই

প্রকল্পের এলাকা চিহ্নিতকরণ ঃ অভ্যন্ রীণ সমতল ভ মির বন্যামুক্ত যে কোন এলাকায় মিঠা পানির মৎস্য খামার স্থাপন করা যায়।

মাটির ভৌত গুণাগুণ ঃ মৎস্য চাষের খামার নির্বাচনে দোঁআশ এবং এঁটেল মাটি উত্তম এবং উৎপাদনশীলতা বেশি। পিট মাটি এবং বেলে মাটি পরিহার করা উচিত। লাল মাটি এবং বরেন্দ্র অঞ্চলের শক্ত মাটির পুকুরের উৎপাদনশীলতা কম।

মিঠা পানির মৎস্য চাষের খামার নির্বাচনে পানির উৎস হিসেবে লোনামুক্ত এবং বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাসমুক্ত পানি উত্তম।

পানির গুণাগুণ ঃ মিঠা পানির মৎস্য চাষের খামার নির্বাচনে পানির উৎস হিসেবে লোনামুক্ত এবং বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাসমুক্ত পানি উত্তম।

যোগাযোগ/বাজারজাতকরণের সুবিধা ঃ সড়ক/রেল/নৌপথে যোগাযোগের সুবিধাদি থাকা বাঞ্চনীয়।

পরিবেশের উপর প্রকল্পের প্রভাব ঃ আধা-নিবিড় মৎস্য চাষের জলজ পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই।

অনুশীলন (Activity) ঃ *ধর€ন, আপনি একটি বড় আকারের মৎস্য খামার স্থাপন করার কথা ভাবছেন। এর জন্য আপনার কোন্ ধরনের জনবল প্রয়োজন তা চিন্ া কর€ন ও লিখুন। উক্ত খামারটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ পাতির নাম উলে-খ কর€ন।*

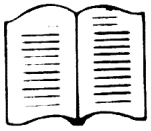

সারমর্ম ঃ মাছ চাষের সফলতা মাছ ও জলাশয়ের নিপুণ ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। একটি মৎস্য খামার সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা ও পরিচালনার জন্য ফিস টেকনিশিয়ান, মাৎস্যবিদ, ফুডটেকনোলজিষ্ট, ফিশ প্যাথোলজিষ্ট, খামার প্রকৌশলী প্রভৃতি জনবলের প্রয়োজন। একটি মৎস্য খামার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য বিভিন্ন রকমের যন্ পাতির প্রয়োজন হয়। প্রকল্পের কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রকল্পের এলাকা চিহ্নিতকরণ মাটি ও পানির গুণাগুণ ও বাজারজাতকরণের সুবিধা, পরিবেশের উপর প্রকল্পের প্রভাব ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে।

পাঠোত্তর ম ল্যায়ন ৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। প্রকল্পের জন্য প্রধান কোন তিন ধরনের জনবলের দরকার?

K □ব্যবস্থাপক, মাৎস্যবিদ ও টেকনিশিয়ান

L □ ব্যবস্থাপক, টেকনিশিয়ান ও আরতদার

M □মাৎস্যবিদ,টেকনিশিয়ান ও নিকারী

N □মাৎস্যবিদ, আরতদার, জেলে

২। প-াঙ্কটন জাল দিয়ে কী ধরা হয়?

K □মাছের পোনা

L □ বড় মাছ

M □পোকা মাকড়

N □অনুবীক্ষণ উদ্ভিদ ও প্রাণী

৩। প্রকল্প স্থাপনের জন্য কী ধরনের মাটি সবচেয়ে ভাল?

K □বেলে

L □ লাল

M □এঁটেল

N □নদীর চরাঞ্চল

৪। ১ (এক) হেক্টর নিট জলায়াতনের খামার স্থাপনে কী পরিমাণ জমির দরকার হবে?

K □১.০০ হেক্টর

L □ ১.২৫ হেক্টর

M □১.৫০ হেক্টর

N □২.০০ হেক্টর

পাঠ ৭.৩ আয়-ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ

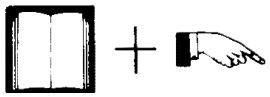

এ পাঠ শেষে আপনি –

- হিসাবরক্ষণের ম লনীতি তুলে ধরতে পারবেন।
- স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় কী আপনি তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- কীভাবে আয় ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ করা হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- রেকর্ড কীভাবে রাখা হয় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।

হিসাব রক্ষণের ম লনীতি

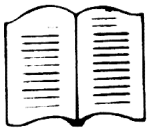

হিসাবরক্ষণ একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ের আয় ও ব্যয়ের বিভিন্ন উৎসসম হ সনাক্ত করে থাকেন।।

হিসাবরক্ষণ একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ের আয় ও ব্যয়ের বিভিন্ন উৎসসম হ শনাক্ত করে থাকেন। হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়া অনুশীলন সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণের উপর নির্ভর করে। সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণ ছাড়া হিসাবরক্ষণের কোন যাদু বিদ্যাই একটি ব্যবসায়ের লাভজনকতার সঠিক চিত্র তুলে ধরতে পারে না। নির্ভুল রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য একজন ব্যবসায়ীকে সকল প্রাপ্তি স্বীকার পত্র জমা এবং আয় ও ব্যয়ের খতিয়ান লিপিবদ্ধ করতে হবে। একজন মৎস্য ব্যবসায়ী কীভাবে হিসাবরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করবে তা খুবই সহজ ভাবে তুলে ধরা হলো। এতে একজন সাধারণ ব্যবসায়ীও বুঝতে পারবে কীভাবে তার ব্যবসায়ে অর্থ আসবে এবং কীভাবে ব্যয় হবে।

স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়

উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে যেসব ব্যয় বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হ্রাসের ফলে যেসব ব্যয়ের হ্রাস ঘটে সে সব ব্যয়কে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে।

যে সকল উপাদানের খরচ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে অপরিবর্তিত থাকে অথবা উৎপাদন যাই হোক না কেন যে সকল উপাদানের খরচ অবশ্যই বহনযোগ্য তাই স্থির ব্যয়। যেমন মাছ কতটুকু ধরা হলো এবং বিক্রি করা হলো তার উপর যে ব্যয় নির্ভর করে না তাই এক্ষেত্রে স্থির ব্যয়। পুকুর নির্মাণ ব্যয়, জনবলের পারিশ্রমিক, প্রধান যন্ত্র পাতি ইত্যাদি স্থির ব্যয়। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে যেসব ব্যয় বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হ্রাসের ফলে যেসব ব্যয়ের হ্রাস ঘটে সে সব ব্যয়কে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। যেমন পুকুরে সম্পূরক খাদ্য দিলে উৎপাদন বাড়বে সাথে সাথে ব্যয়ও বাড়বে।

উৎপাদন আয় ও ব্যয়ের সমতা বিন্দু এবং আকাঙ্ক্ষিত মুনাফা

স্থির ও পরিবর্তনশীল ব্যয় প রনের জন্য যে পরিমাণ মাছ উৎপাদন করতে হয় উহাই উৎপাদন ও ব্যয়ের সমতা বিন্দু। উদাহরণস্বরূপ একটি ক্ষুদ্র মৎস্য খামারের স্থির খরচ ধরি ১০০০০০ টাকা। আরও মনে করি বিভিন্ন বিশে- ষণ ও অন্যান্য মৎস্য চাষীর সাথে আলাপ আলোচনায় জানা যায় যে মাছ আহরণ সময় পর্যন্ত কোন একটি মাছের জন্য পরিবর্তনশীল খরচ (সম্পূরক খাদ্য ও খন্ডকালীন শ্রমিক) হবে উহার দামের শতকরা ৪০ ভাগ। অর্থ্যাৎ যদি একটি মাছ ১০০ টাকায় বিক্রি করা হয় তাহলে উহার পরিবর্তনশীল খরচ হবে ৪০ টাকা। যদি উক্ত মৎস্য চাষী ১০০০টি মাছ বিক্রি করার আশা পোষণ করে তাহলে মোট পরিবর্তনশীল খরচ হবে ৪০০০০ টাকা।

উৎপাদন ব্যয় ও আয়ের সমতাবিন্দুতে

বিক্রয়ম ল্য = স্থির ব্যয়

উৎপাদন ব্যয় ও আয়ের সমতাবিন্দুতে বিক্রয়ম ল্য = স্থির ব্যয় + পরিবর্তনশীল ব্যয়। এই সমীকরণে পরিবর্তনশীল ব্যয় হলো উৎপাদন ব্যয় প রণের জন্য যে পরিমাণ মাছ প্রয়োজন তার শতকরা ৪০ ভাগ। এখন মাছ চাষী যদি মুনাফা করতে চায় তাহলে বেশি মাছ উৎপাদন করতে হবে এবং উৎপাদিত মাছের পরিমাণ যদি এর চেয়ে কম হয় তাহলে তার লোকসান হবে।

আয় ও ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ

একটি ছোট মৎস্য খামারের আয় ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ প্রণালীতে তিনটি কলাম থাকে। সর্ব বামের কলামে খামারের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য দ্রব্য ক্রয় ও পারিশ্রমিক বাবদ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তা লেখা হয়। ফেরত প্রাপ্ত মাছ ও ম ল্য হ্রাস জনিত কম আয়ও এতে অর্ন্তভুক্ত। মধ্য কলাম একটি নির্দিষ্ট ব্যয় বিভাগের অন বর্তী যোগফল দেখান হয়। কোন নিদিষ্ট সময়ে খামারে মজুত মাছের মোট ম ল্যও এতে দেখান হয়। সর্ব ডানের কলামে কোন নির্দিষ্ট বিভাগ বা উপবিভাগের সর্বশেষ যোগফল দেখান হয়।

একটি মৎস্য খামারের এক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ প্রণালী উদাহরণ সহ নিচে দেখান হলো

বিক্রয়লব্ধ আয় (টাকায়)

বিক্রয়			১৪৭০০০
ম ল্য হ্রাস	৩০০০		
কম বিক্রয়ের ফলে ফেরত মাছের ম ল্য	৫০০০		
নিট বিক্রয়			১৩৯০০০
বেচাকেনা বাবদ আয়-ব্যয়			
পুকুরে মজুত মাছের আনুমানিক ম ল্য (১লা জানুয়ারী , ১৯৯৫)		১২০০০	
পোনা ক্রয়	৩৩০০০		
কম ক্রয়ের জন্য ব্যয় হ্রাস	৫০০		
নিট ক্রয়		৩২৫০০	
বিক্রয়যোগ্য মাছ		৪৪৫০০	
পুকুরে অবশিষ্ট মাছের ম ল্যমান (ডিসেম্বর, ১৯৯৫)		১৪০০০	
বিক্রিতব্য মাছের জন্য নিট ব্যয়		৩০৫০০	
মোট মুনাফা			১০৮৫০০
পরিচালন ব্যয়			
বিক্রয় ব্যয়			
ক) বিজ্ঞাপন ব্যয়	৭০০০		
খ) বিক্রয়ের জন্য পারিশ্রমিক	৪০০০		
গ) পরিবহন ব্যয়	৮৫০০		
ঘ) বিবিধ ব্যয়	১২০০		
মোট বিক্রয় ব্যয়			২০৭০০

সাধারণ ব্যয় (টাকায়)			
ক) রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	২৪০০		
খ) সম্ž রক খাদ্য বাবদ ব্যয়	১৭৪০০		
গ) অবচয় (ম ল্য হ্রাস) ব্যয় (দালান)	৮০০০		
ঘ) অবচয় (ম ল্য হ্রাস) ব্যয় (যন্ পাতি)	১৫০০		
ঙ) বীমা ব্যয়	৩২০০		
চ) সাধারণ যোগান ব্যয়	৪০০		
ছ) বিবিধ সাধারণ ব্যয়	২০০		
মোট সাধারণ ব্যয়		৩৩১০০	
মোট পরিচালন ব্যয়			৫৩৮০০
পরিচালন থেকে আয়			৫৪৭০০
অন্যান্য আয়			
সুদ থেকে আয়	৭০০		
অন্যান্য ব্যয়			
সুদ বাবদ ব্যয়	৪১০০		
নিট আয়			৫১৩০০

আয় ও ব্যয় বৃত্তান্ে র ব্যাখ্যা

এই আয় বৃত্তান্ে র শুর€ হয়েছে খামারের বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে যার পরিমাণ ১৪৭০০০ টাকা । ম ল্য হ্রাস ও বিক্রয়োত্তর ফেরত বাবদ ম ল্য বাদ দিয়ে উহাকে ১৩৯০০০ টাকায় ধার্য করা হয়েছে। বছরের শুর€তে খামারে ১২০০০ টাকার মাছ মজুত ছিল। ৩৩০০০ টাকার মাছের পোনা ৫০০ টাকা কমে কোন হ্যাচারি থেকে ক্রয় করা হয়েছে। প র্বে মজুত মাছের ম ল্য ১২০০০ টাকার সাথে নতুন ক্রয়কৃত মাছের ম ল্য ৩২৫০০ টাকা যোগ করিলে বছরের শুর€তে ৪৪৫০০ টাকার মাছ মজুত থাকে। বছরের শেষে বিক্রয়ের জন্য মাছ ধরার পর পুকুরে ১৪০০০ টাকার মাছ অবশিষ্ট রয়েছে। এক্ষনে খামার থেকে ৩০৫০০ টাকার (৪৪৫০০-১৪০০০) মাছ বিক্রয় করা হলো ১৩৯০০০ টাকায় যা হতে ১০৮৫০০ (১৩৯০০০-৩০৫০০) টাকার মোট মুনাফা অর্জন হয়। বিক্রয় ব্যয়ের (২০৭০০) সাথে সাধারণ ব্যয় ৩৩১০০ টাকা যোগ করলে মোট পরিচালন ব্যয় হয় ৫০৮০০ টাকা। মোট মুনাফা থেকে পরিচালন ব্যয় বাদ দিলে পরিচালন থেকে (১০৮৫০০-৫৩৮০০) ৫৪৭০০ টাকা আয় হয়। সুদ আয় (৭০০ টাকা) ও ব্যয় (৪১০০ টাকা) ৫৪৭০০ টাকার সাথে যোগ অথবা বিয়োগ করলে ঐ বৎসরের জন্য নিট আয় ৫১৩০০ টাকা পাওয়া যায়।

অনুশীলন(Activity) *ঃ ধর€ন, আপনার একটি মৎস্য খামার আছে। উক্ত খামারের ২ (দুই) বছরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব কর€ন (কাল্পনিক)।*

রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রতিদিনের রেকর্ড রাখা খামারের সম্ভদের জবাবদিহিতার জন্য অপরিহার্য। কয়েক মিনিট ব্যয় করে রেকর্ড রাখা একটি মৎস্য চাষ ব্যবসায়ের ম ল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ গুরত্বপ র্ণ ভূমিকা পালন করে। খুব ভাল ভাবে রেকর্ড রাখতে হলে একটি ফরম তৈরি করা দরকার। নিচে উদাহরণস্বরূপ এরূপ একটি ফরমের নমুনা দেয়া হলো।

দৈনিক পরিচালন ব্যয়ের রেকর্ড (দলিল)

তারিখ	পুকুর নং-	আইটেম/ কার্যক্রম	পরিমাণ	একক ম ল্য	মোট ব্যয়
-	১	খাদ্য মিশ্র	১০ কেজি	৩০	৩০০টাকা
-	১	সার (জৈব)	২ মণ	২০	৪০ টাকা
-	১	সার (রাসায়নিক)	১০ সের	১০	১০০ টাকা
-	১	শ্রমিক (খাদ্য ও সার প্রয়োগের জন্য)	৩ মানব ঘন্টা	১০	৩০ টাকা

অন্যান্য প্রধান উন্নয়নম লক কাজ এবং খনন সংক্রান্ত কাজের জন্য ফরম তৈরি করা যেতে পারে।

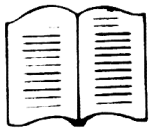

সারমর্ম ঃ হিসাবরক্ষণ একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ের আয় ও ব্যয়ের বিভিন্ন উৎস সম হ শনাক্ত করে থাকেন। নির্ভুল রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য একজন ব্যবসায়ীকে সকল প্রাপ্তিস্বীকার পত্র জমা এবং আয় ব্যয়ের খতিয়ান লিপিবদ্ধ করতে হবে। খামারের আয় ব্যয়ের হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছকে প্রকাশ করলে সুবিধা হয়।

পাঠোত্তর ম ল্যায়ন ৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ী কী করে?

K □ আয় ও ব্যয়ের বিভিন্ন উৎসসম হ সনাক্ত করে

L □ আয়ের পরিমাণ হিসাব করে

M □ বিক্রিত অর্থের পরিমাণ হিসাব করে

N □ ব্যবসায়ের লাভ লোকসান হিসাব করে

২। কোন্ ব্যয়টি পরিবর্তনশীল?

K □ পুকুর সংস্কার

L □ টেলিফোন

M □ সম্ž রক খাবার

N □ অফিস স্টাফের বেতন ভাতা

৩। একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসা হতে কখন লাভ পাবে?

K □ উৎপাদন আয় ও ব্যয়ের সমতা বিন্দুতে অবস্থিত ম ল্যে বিক্রয় করলে

L □ উৎপাদন আয় ও ব্যয়ের সমতা বিন্দুতে অবস্থিত ম ল্যের চেয়ে বেশি ম ল্যে বিক্রয় করলে

M □ সমতা বিন্দুতে অবস্থিত ম ল্যের চেয়ে কম দামে বিক্রি করলে

N □ বিক্রয় ম ল্য পরিবর্তনশীল খরচ ও স্থির খরচের সমান হলে

৪। কোনটি স্থির ব্যয়?

K □ মাছের খাদ্য তৈরির ব্যয়

L □ পুকুর নির্মাণ ব্যয়

M □ মাছ বাজার জাতকরণের ব্যয়

N □ ছোট ছোট যন্ পাতি ক্রয়

পাঠ ৭.৪ পণ্যের বিপণন পদ্ধতি

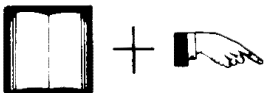

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বিপণন বা বাজারজাতকরণের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- মৎস্য পণ্য বিপণনে কী কী করণীয় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- কোন পণ্যের বাজার কীভাবে সম্প্রসারণ করা যায় তা আলোচনা করতে পারবেন।

বাজারজাতকরণ বা বিপণন কী?

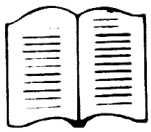

মানুষের চাহিদা ও অভাবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বিনিময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত সকল মানবীয় কার্যক্রমকে বাজারজাতকরণ বলা হয়।

বিপণন বলতে শুধু বিক্রয় ও বিজ্ঞাপনের সমষ্টি নয় । বিপণন আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। পণ্যের উৎপাদন স্থান থেকে পণ্যকে চূড়ান্ত ভোক্তার হাতে পৌঁছে দেয়ার সমগ্র প্রক্রিয়া বিপণনের অর্ন্তভুক্ত।

মানুষের চাহিদা ও অভাবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বিনিময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত সকল মানবীয় কার্যক্রমকে বাজারজাতকরণ বলা হয়।

মাছের প্রজনন ও সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন মাছ উৎপাদন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, মাছের বিপণনও সমগুরুত্ব সম্পন্ন। যদি কোন মৎস্য খামারে উৎপাদিত মাছের বাজার না থাকে অথবা বাজার যদি অন্য উৎপদানকারী দ্বারা ইতোমধ্যে সম্পৃক্ত হয় তাহলে সে সম্ভবনাময় খামারে মালিকের শুধু অর্থ ও সময় নষ্ট হবে।

এ পাঠে মৎস্য পণ্য বিপণনের কিছু কলাকৌশল বর্ণনা করা হয়েছে যা অনুসরণ করলে কোন মৎস্য চাষী তার খামারে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ে উন্নতিসাধন করতে পারবেন।

পার্থক্যগত সুবিধা (Differential advantage)

দেখা যাক একজন মৎস্য চাষী একটি সম্পৃক্ত বাজারে মাছ বিক্রয় করবে। তার কী কী করার আছে? প্রথমে সে যে বাজারে মাছ বিক্রয় করবে সেখানে অন্যান্য বিক্রেতাও মাছ চাষীদের ক্রিয়া প্রণালী তাকে দেখতে হবে যাতে করে সে পার্থক্যগত সুবিধা নিতে পারে। পার্থক্যগত সুবিধা হচ্ছে এমন কিছু করা যার দ্বারা সে নিজেকে অন্যান্য উৎপাদনকারী থেকে আলাদা করতে পারে। এটা বিভিন্নরকম হতে পারে। যেমন- কম বিক্রয়মূল্য, উচ্চ গুণাগুণ সম্পন্ন, ভিন্ন মাছ, তাজা বা ফ্রেশ মাছ, উন্নততর সরবরাহ ইত্যাদি।

মৎস্য খামারের ক্ষেত্রে কীভাবে পার্থক্যগত সুবিধা নেয়া যায়

কোন মৎস্য চাষী তার খামারের পুকুরের পানির গুণাগুণ উন্নত করতে পারে। ক্রেতাদের বুঝাতে সক্ষম হতে হবে যে তার পুকুরের পানির গুণাগুণ পার্শ্ববর্তী কোন খামারের পানি থেকে ভাল। এতে ক্রেতাদের বিশ্বাস করার কারণ থাকবে যে প্রথমোক্ত খামারের মাছের স্বাদ ভাল। এতে মাছের স্বাদে যদি কোন পার্থক্য নাও থাকে তবুও ক্রেতারা মনে করবে যে তার পুকুরের মাছের স্বাদ অন্যদের তুলনায় ভাল। এভাবে শুধু পানির ভাল গুণাগুণের উপর জোর দিয়েই একজন মৎস্য চাষী তার পণ্যের

ব্যাপারে পার্থক্যগত সুবিধা ভোগ করতে পারে। এছাড়া সুস্বাস্থ্য সম্পূন্ন তরতাজা মাছ উৎপাদন ও সরবরাহ মাছের খাদ্য, ক্রিয়া প্রণালীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, মাছের চেহারা ও আকার, মাছের ভেরাইটি, সারা বছর ধরে মাছ সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধমেও পার্থক্যগত সুবিধা অর্জন করা যেতে পারে।

এখন আমরা দেখি একজন চাষী এমন এক অঞ্চলে মাছ বিপণন করবে যেখানে মাছের চাহিদা কম। এক্ষেত্রে তাকে তার পণ্য সম্বন্ধে ক্রেতাদের মধ্যে প্রাথমিক চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে। প্রাথমিক চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্দোক্তা ক্রেতাদের বুঝাতে পারে যে মাছ খাদ্য হিসাবে খুবই ভাল ও উপকারী। মাছের পুষ্টি মান খুবই উঁচু। মাছের স্বাদও ভাল। তাছাড়া শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য প্রাণিজ আমিষ হিসবে মাছ অন্যতম। মাছে ক্ষতিকারক তৈল জাতীয় পদার্থ যেমন কোলেষ্টেরল কম থাকে বা থাকে না। ক্রেতাদের কাছে পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করাই এক্ষেত্রে প্রথম কাজ। সেজন্য প্রচুর প্রচারনা চালাতে হবে এবং প্রয়োজনে দাম কমিয়ে দিতে হতে পারে। ক্রেতাদের বিভিন্নভাবে রান্না বান্না করা মাছ পরিবেশন করা যেতে পারে। প্রথমে উৎপাদনকারী তার পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করবে এবং পরে অন্য পণ্যের থেকে পার্থক্যগত সুবিধা অর্জন করবে।

বিপণন মিশ্রণ

বিপণন কার্যক্রমকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

যেমন- উন্নতি বর্ধন, ম ল্য নির্ধারণ, বিতরণ ও পণ্য। এদেরকে একত্রে বিপণন মিশ্রণ বলে।

বিপণন কার্যক্রমকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- উন্নতি বর্ধন, ম ল্য নির্ধারণ, বিতরণ ও পণ্য। এদেরকে একত্রে বিপণন মিশ্রণ বলে। এসবের প্রত্যেকটি সমান গুর€ত্বপ র্ণ এবং একটির উৎকর্ষতা বা কার্যকারীতার অভাব পরিলক্ষিত হলে সবগুলোই প্রভাবিত হয়।

বাজার প্রসার (Promotion)

উন্নতি বর্ধন বলতে তথ্য সরবরাহ, প্রত্যয় উৎপাদন এবং স্বারকলিপি প্রদান বুঝায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মাধ্যমে উন্নতি বর্ধন বা উৎসাহ বর্ধনের কাজটি করা যায়। তবে ক্ষুদ্র চাষীর ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রযোজ্য হয় না। বেশি লাগসই পদ্ধতির মধ্যে স্থানীয়ভাবে 'মৎস্য দিবস' উদযাপন করা যেতে পারে, যে দিন একটি নির্দিষ্ট ম ল্যে মাছ বিক্রয় করা হবে। অন্যভাবে মাছ ক্রেতাদের হাতে লেখা কুপণ দেয়া যেতে পারে। এ সব কুপণ একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক হলে উক্ত ক্রেতাকে কম ম ল্যে বা বিনাম ল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ মাছ দেয়া হবে। এসব কুপণে ছোট আকারের বিজ্ঞাপনও দেয়া যেতে পারে।

দাম নির্ধারণ (Pricing)

বেশির ভাগ গ্রামের হাটে বা ছোট শহরে স্থানীয় প্রথা অনুসারে ম ল্য নির্ধারণ করা উচিত।

মাছের মত একটি প্রধান খাদ্য পণ্যের সাধারণত স্থিতিস্থাপক চাহিদা থাকে।

বেশির ভাগ গ্রামের হাটে বা ছোট শহরে স্থানীয় প্রথা অনুসারে ম ল্য নির্ধারণ করা উচিত। সাধারণভাবে বলতে গেলে দামের স্থিতিস্থাপকা চাহিদা (দামের অল্প পরিবর্তনে চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তন), অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (দামের পরিবর্তন চাহিদার তেমন কোন পরিবর্তন ঘটায় না) অথবা একক চাহিদা (দামের পরিবর্তন চাহিদাকে সম্প ূর্ণভাবে বিপরীতমুখী প্রভাব ফেলে) থাকতে হবে। চাহিদার তীব্রতা ও প্রতিস্থাপক পণ্যের উপরেই সাধারণত দাম নির্ধারিত হয়। মাছের মত একটি প্রধান খাদ্য পণ্যের সাধারণত স্থিতিস্থাপক চাহিদা থাকে।

দাম নির্ধারণের কয়েকটি ধারণা

১। প্রভাব বিস্ তারকারী/অনুপ্রবেশকারী দাম নির্ধারণ (penetration pricing)

এ পদ্ধতিতে বাজার দখলের জন্য কমম ল্যে পণ্য বিক্রয় করা বুঝায়। বড় শহরের আশে পাশে অবস্থিত বড় খামার এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কম দামে বিক্রি করার জন্য যে পরিমাণ লাভ কম হয় বেশি পরিমাণ পন্য বিক্রি হওয়ার ফলে তা পুষিয়ে যায়।

২। নিয়ন্ ণকারী দাম নির্ধারণ (Leader pricing)

নতুন কোন পণ্য বা বিক্রেতাকে পরিচিত করার জন্য সাধারণের চেয়ে কম মুনাফায় পণ্য বিক্রি করাকে নিয়ন্ ণকারী দাম নির্ধারণ বুঝায়। এই কলাকৌশল খামার স্থাপনের প্রথম দিকে অনুসরণ করা হয়।

৩। দাম শক্তিশালীকরণ (Price living)

বিভিন্ন মাছ বিভিন্ন দামে বিক্রি করা যাতে এটা বুঝা যায় যে এই দামের পার্থক্যে পণ্যের গুণাগুণের পার্থক্য স্পষ্ট হয়। যখন কোন মাছ চাষী বিভিন্ন প্রজাতির মাছ উৎপাদন করে তখন মোট বিক্রির পরিমাণ বাড়ানোর জন্য সে কোন নির্দিষ্ট মাছকে একটি নির্দিষ্ট গুণাগুণ শ্রেণীতে অন্ র্ভুক্ত করবে। একই দামে সব শ্রেণীর মাছ বিক্রি করলে যখন কোন ক্রেতার পছন্দের মাছটি বিক্রি হয়ে যায় তখন সে অতৃপ্তিতে ভোগে। যে মাছের চাহিদা বেশি সে মাছ বেশি দামে বিক্রি হওয়ার যোগ্য। বিভিন্ন মাছ বিভিন্ন দামে বিক্রি করলে ক্রেতাদের বুঝতে হবে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তারা কোন মাছ পাওয়ার যোগ্য।

> যে মাছের চাহিদা বেশি সে মাছ বেশি দামে বিক্রি হওয়ার যোগ্য।

যে তিনটি পদ্ধতিতে মাছের দাম নির্ধারণ করা হয় তা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১। খরচ যোগ দাম নির্ধারণ

$$\text{দাম} = \frac{\text{মোট স্থির ব্যয় + মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় + অভিক্ষিপ্ত ব্যয়}}{\text{পণ্যের ইউনিট}}$$

এই পদ্ধতিতে দাম নির্ধারণ করা সহজ কিন্তু তাতে ক্রেতাদের চাহিদার ব্যাপারটি প্রতিফলিত হয় না। মাছ চাষী যদি নিজে বাজারকে নিয়ন্ ণ করতে পারে তখন এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

২। ম ল্য বৃদ্ধি বিবেচিত দাম নির্ধারণ

$$\text{দাম} = \frac{\text{মোট উৎপাদন ব্যয়}}{\text{(১০০- ম ল্য বৃদ্ধি \%)}} \times ১০০$$

যখন কোন চাষী কোন মাছ বিক্রি করে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা পেতে চায় তখন এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

৩। চাহিদা-বিয়োগ দাম নির্ধারণ

সর্বোঁচ্চ উৎপাদন ব্যয় = [(ম ল্য × মাছের সংখ্যা) - আকা ক্ষিত মুনাফা]

এ কে দাম বৃদ্ধির হার স ত্রে প্রকাশ করা যায়।

সর্বোঁচ্চ ব্যবসায়(গবৎপযধহফরংব) ব্যয় = দাম × [(১০০-দাম বৃদ্ধি %)/১০০]

একজন মাছ চাষী তার উৎপাদিত মাছের কী দাম পাবে তাকে কাজে লাগানো হঁেছ এই পদ্ধতির সুবিধাজনক দিক। যেমন কোন চাষী এক কেজি ওজনের ২০০০ মাছ উৎপাদনের আশা রাখে এবং বর্তমানে বাজারে প্রতি কেজি মাছের দাম ১০০ টাকা। চাষী তার এ সমস্ মাছ বিক্রি হতে ৫০০০০ টাকা মুনাফা পেতে চায়। সুতরাং তার সর্বোঁচ্চ উৎপাদন ব্যয় হবে ১৫০০০০ টাকা [(২০০০ × ১০০)-৫০০০০] টাকা। যদি উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় তাহলে সে বৃদ্ধি প্রাপ্ত অংশ মাছ চাষীর ম নাফা থেকে বাদ যাবে।

বিতরণ (Distribution)

বিতরণের প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে মৎস্য খামারের আকার, বাজারের প্রাপ্যতা এবং ঐ সব বাজারে মাছ পোঁছানোর জন্য পরিবহন ব্যবস্থার প্রতুলতা ইত্যাদির উপর। বিতরণ হঁেছ খুবই প্র্যাকটিক্যাল ব্যবস্থা যার উপর নির্ভর করে একটি খামারের আকার। যদি উৎপাদিত মাছের বাজার না থাকে তাহলে হাজার হাজার মাছ উৎপাদন বোকামী হবে।

মাছ চাষী যদি নিজেই বিতরনের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে তাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে

১) তার কি উৎপাদিত পণ্য সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও ব্যবস্থা আছে?
২) তার কি প্রয়োজনীয় যানবাহন ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থের সংকুলান আছে?
৩) তার কি এই নতুন ও অতিরিক্ত কাজের জন্য পর্যাপ্ত সময় হবে? অথবা তার কি কোন ব্যক্তিকে এ কাজের জন্য নিয়োগ দানের প্রয়োজনীয় অর্থ আছে?
৪) তার এলাকায় কি চুক্তি ভিত্তিতে নেয়ার জন্য পরিবহন ব্যবস্থা আছে?

বিপণন মিশ্রণের সর্বশেষ বিষয় হঁেছ পণ্য।

একজন পরিশ্রমী মাছ চাষী তার শ্রম দিয়ে এমন গুণাগুণ সম্পন্ন মাছ উৎপাদন করবে যা বিপণনের অন্যান্য কাজকে সহজ করে দেবে|

পণ্য (Product)

বিপণন মিশ্রণের সর্বশেষ বিষয় হঁেছ পণ্য। মাছ উৎপাদনের জন্য যে ক্রিয়া শৈলী, ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যার কথা বলা হয় তার উদ্দেশ্য হলো এমন মাছ উৎপাদন করা যা সহজেই বিক্রি করা যায়।

একজন পরিশ্রমী মাছ চাষী তার শ্রম দিয়ে এমন গুণাগুণ সম্পন্ন মাছ উৎপাদন করবে যা বিপণনের অন্যান্য কাজকে সহজ করে দেবে। উৎপাদিত মাছ ভাল না হলে বাজারে টিকে থাকতে খুবই কষ্ট করতে হয়।

বাজারজাতকরণের ধাপ

মাছের বা অন্য যে কোন পণ্যের বিপণন তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয় । যেমন –

১) বাজারে অনুপ্রবেশ এবং প্রভাব বিস্ ার ঃ অভাবনীয় দাম নির্ধারণ, বিতরন এবং উন্নতি বর্ধনের মাধ্যমে বিক্রি বাড়ানো।

২) বাজার প্রসার ঃ নতুন নতুন বাজারে নতুন নতুন ব্যবহারের সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিক্রির পরিমাণ বাড়ানো।

৩) পণ্যের উন্নয়ন ঃ একটি প্রমাণ পণ্যের সাথে সাথে নতুন নতুন প্রজাতির/ভেরাইটির মাছ উৎপাদন।

বিপণন বখশিস (Marketing tips)

১) পণ্যের সাধারণ চাহিদা বৃদ্ধির জন্য প্রথমে নেতৃত্ব শ্রেণীর ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। এ ধরনের ব্যক্তি হবেন তারা যাদের সামাজিক মর্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তি ও সামাজিক কোন ব্যাপারে বেশি জ্ঞান থাকে।

২) ক্রেতারা সব সময় যে চিহ্নের (ব্র্যান্ডের) পণ্য বেশি কিনে ও বেশি পছন্দ করে উহার গুণাগুণ অক্ষুন্ন রেখে সরবরাহ করতে হবে। সব সময় কোন ক্রয়ের প্রতি ক্রেতার ঝুঁকি কমানের জন্য চেষ্টা করতে হবে।

শুধু পরিবহনের জন্য প্যাকেজিং না করে উহাকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবেও ব্যবহার

৩) প্যাকেজিং (Pakaging)ঃ প্যাকেজিং যদি করা হয় তাহলে উহার ব্যবহার বাড়াতে হবে। শুধু পরিবহনের জন্য প্যাকেজিং না করে উহাকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। বাজারকে বিভিন্নঅংশে বিভক্ত করার জন্যও প্যাকেজিং কাজে লাগানো যেতে পারে। যেমন- কোন প্যাকেটে একটি মাছ (এক ব্যক্তি সাইজ) বা কোন প্যাকেটে একাধিক মাছ (ফ্যামিলি সাইজ) ইত্যাদি।

৪) বিতরণ ঃ যদি বিতরণ ও বিক্রয়ের সমস্যা হয় তাহলে পাইকারী বিক্রেতার সাহায্য নেয়া যেতে পারে। পাইকারী বিক্রেতারা বিক্রয়ের তৈরি কর্মী হিসেবে কাজ করে বিপণনে সহায়তা করে থাকে। পাইকারী বিক্রেতারা বেশি পরিমাণে মাছ কিনবে তাই একসাথেই মাছ ধরা যেতে পারে। পাইকারী বিক্রেতারা সাধারণত বাকীতে পণ্য ক্রয় করে এবং পণ্যের চুরি, স্টোরেজ বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে থাকে।

৫) পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যাপারে নতুন কিছু চিন্ া ভাবনা করা যেতে পারে। যেমন বিক্রির উপর কর্মীকে কমিশন দিলে কোন কর্মী বেশি উৎসাহে কাজ করবে।

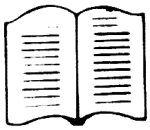

সারমর্ম ঃ মানুষের চাহিদা ও অভাবের সন্ে াষ্টি নির্ধারণের জন্য বিনিময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত সকল মানবীয় কার্যক্রমকে বিপণন বলা হয়। একটি মৎস্য খামারের সফলতা খামারে উৎপাদিত মাছের যথাযথ বাজারজাতকরণের উপর নির্ভরশীল। যথাযথ বাজারজাত করণের জন্য বাজারে অনুপ্রবেশ ও প্রভাব বিস্ ার, বাজার প্রসার ও পণ্যের উন্নয়ন ইত্যাদি ধাপসম হ অনুসরণ করা আবশ্যক।

পাঠোত্তর ম ল্যায়ন ৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓)দিন।

১। মৎস্য বাজারজাতকরণ বলতে কী বুঝায়?

K□মাছ বিক্রয় করা

L□ বিনিময় প্রক্রিয়ার জন্য পরিচালিত সকল মানবীয় কার্যক্রম

M□মাছ ক্রয় করা

N□মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ

২। বাজারে পার্থক্যগত সুবিধা আদায়ের জন্য কোনটি সহায়ক নয়?

K□উŽচ বিক্রয় ম ল্য

L□ উŽচ গুণাগুণ সম্Žন্ন মাছ

M□বিভিন্ন তাজা মাছ

N□উন্নতর সরবরাহ

৩। বিপণন মিশ্রণ বলতে কী বুঝায়?

K□কয়েকটি বাজারের সমাহার

L□ কয়েকটি পণ্যের মিশ্রণ

M□কয়েকটি কার্যক্রমের মিশ্রণ

N□কয়েকটি খামারে সমাহার

৪. দাম শক্তিশালীকরণ বলতে কী বুঝায়?

K□দাম বৃদ্ধিকরণ

L□ দাম হ্রাসকরণ

M□কমিশন প্রদান

N□বিভিন্ন মাছ বিভিন্ন দামে বিক্রিকরণ

ব্যবহারিক

পাঠ ৭.৫ নিজ হাতে ছোট আকারের খামার নির্মাণ পরিকল্পনা

একটি ছোট আকারের খামার নির্মাণ পরিকল্পনা পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে নিচে দেয়া হলো

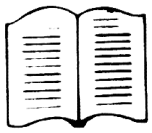

১। প্রকল্পের বর্ণনা

K□প্রকল্পের শিরোনাম

L□ প্রকল্পের ভৌতিক অবস্থার বর্ণনা

M□উৎপাদিত পণ্য ও তার দাম নির্ধারণ

N□প্রকল্পের ইতিহাস

O□প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

২। বাজার গবেষণা ও পরিকল্পনা

K□সম্ভাব্য ক্রেতা

L□ বাজার জরীপ

M□বাজারের আকার

N□প্রতিযোগিতা

O□বিক্রয় ও বিতরণ

P□ বিজ্ঞাপণ ও জনসংযোগ

৩। পরিচালন

K□উৎপাদনের পদ্ধতি

L□শ্রমিক যোগান

M□সরবরাহকারী

N□যন্ পাতি

O□ঝুঁকি ও সুযোগ সুবিধা

৪। মুখ্য জনবল

K□ব্যবস্থাপক

L□ শ্রমদানকারী

M□পারিশ্রমিক/বেতন ভাতাদি

N□প্রসারণ কর্মী

৫। আর্থিক কর্মস চি

K□অর্থ ব্যয়ের কারণ

L□ অর্থের পরিমাণ

M□পরিশোধ পরিকল্পনা

৬। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

K□বাজেট বরাদ্দ

L□ অনুমিত আয়

৭। সার্বিক কর্মস চি ও প্রধান প্রধান কার্যক্রম

৮। দুর্বলতা ও ঝুঁকি

৯। তথ্য নির্দেশ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

1। মৎস্য খামার কেন স্থাপন করা হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

2। মৎস্য খামার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কী তা লিখুন।

3। কীভাবে মৎস্য খামার পরিকল্পনা করবেন তা বর্ণনা করুন?

4। বাংলাদেশে মৎস্য খামার স্থাপনের জন্য কোন্ কোন্ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রদান করে থাকে তাদের নাম লিখুন।

5। মৎস্য খামার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা লিখুন।

6। মৎস্য খামার প্রকল্পের জন্য দরকারি যন্ত্রপাতির তালিকা দিন।

7। একটি মৎস্য খামার স্থাপন ও পরিচালনার প্রধান বিষয়সমূহের নাম লিখুন।

8। প্রকল্পের কারিগরি সম্ভাব্যতা কীভাবে যাচাই করবেন আলোচনা করুন।

9। হিসাবরক্ষণের সংজ্ঞা দিন। কেন হিসাবরক্ষণ করা হয়?

10। স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় বলতে কী বুঝায় উদাহরণসহ লিখুন।

11। একটি মৎস্য খামারের আয় ও ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ কীভাবে সম্পন্ন করা হয় উদাহরণসহ লিখুন।

12। বাজারজাতকরণ বা বিপণনের সংজ্ঞা দিন ।

13। পার্থক্যগত সুবিধা বলতে কী বুঝায়? কীভাবে আপনি পার্থক্যগত সুবিধা পেতে পারেন আলোচনা করুন ।

14। বিপণন মিশ্রণ বলতে কী বুঝায়? বিপণন মিশ্রণের উপাদানগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

15। দাম নির্ধারণের পদ্ধতিগুলো কি কি তা বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ৭.১

১। ক	২। ঘ	৩। ঘ	৪। গ

পাঠ ৭.২

১। ক	২। ঘ	৩। গ	৪। খ

পাঠ ৭.৩

১। ক	২। গ	৩। খ	৪। খ

পাঠ ৭.৪

১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ